দৈনিক সংবাদ 125

MAY 1987
তারিখ ৪ ৫
পৃষ্ঠা কলাম

২৪ শে বৈশাখ, ১৩৯৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নীলক্ষেত স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করার আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নীলক্ষেতে অবস্থিত সামান্য একটু জায়গায় তিনটি স্কুল— নীলক্ষেত হাই স্কুল, নীলক্ষেত সরকারী প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় এবং নীলক্ষেত সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আরও ২টি বিদ্যালয় আছে--ল্যাবরেটরী ও উদয়ন স্কুল। ল্যাবরেটরী স্কুলে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ছেলেমেয়েদেরকে শতকরা ১৫ থেকে ২০% ভর্তির সুযোগ দিলেও পরবর্তীতে বিত্তবানদের সন্তানদের সাথে সাঁতার কেটে গরীবদের-সন্তানেরা এ স্কুলে থাকিতে পারে না। উদয়নে মোটেই গরীবদের জায়গা নাই।

তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশেপাশের নিম্ন আয়ের লোকদের সন্তানদেরকে নীলক্ষেত হাইস্কুল ও বালক বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইতে হয়। এই তিনটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩/১৪ শত। স্কুলগুলি বহু প্রকারের অব্যবস্থায় জর্জরিত। একই স্থানে তিনটি স্কুলের আলাদা তিনটি ম্যানেজিং কমিটি, উক্ত তিনটি কমিটিতে উপাচার্যের মনোনীত ব্যক্তি আছেন। কমিটিগুলি সমন্বয় রক্ষা করিয়া সকল শ্রেণীর শিক্ষার মান উন্নয়নের সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে শত শত ছেলেমেয়ের জীবন অন্ধকারের দিকে যাইবে। সমস্যাগুলি নিম্নোক্ত :

(ক) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে স্কুল আছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কোন স্কুল নাই। তাই নীলক্ষেত স্কুলের নাম পরিবর্তন করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল নামকরণ করা হউক এবং প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেয়া হউক। (খ) স্কুলটি কাঁচা থাকায় বৃষ্টির সময় ক্লাস করা যায় না। মাঠে ও ক্লাস রুমে পানি জমিয়া যায়। (গ) অধিক পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী থাকায় ক্লাসে জায়গা হয় না এবং ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শ্রেণীকক্ষ কম বলিয়া মানবিক ও বিজ্ঞান শাখাসহ অনেকগুলি ক্লাস একটি রুমে করিতে হয়। প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা আরও খারাপ। এবং তুলনামূলকভাবে সকল স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিতান্তই কম। ফলে সুষ্ঠভাবে লেখাপড়া হয় না। (ঘ) লাইব্রেরী, শিক্ষক রুম, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম, টয়লেট ইত্যাদি নাই। (ঙ) বিজ্ঞান বিভাগ থাকা সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞান গবেষণাগার নাই। ফলে ব্যবহারিক ক্লাস করা খুবই দুরূহ হইয়া পড়ে। (চ) বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকায় এবং ছাপরা টিনের ছাউনির দরুন গরমের সময় গরমে বহু ছাত্র-ছাত্রী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। (ছ) ব্লাক বোর্ড, ম্যাপ, জ্যামিতিক সরঞ্জাম, বেঞ্চ, টেবিল ইত্যাদির অভাব। প্রথমিক বালকা-বালিকা বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা ভাংগা-সহ হাজারো সমস্যা। (জ) খেলাধুলার কোন সরঞ্জাম ও মাঠ মোটেই নেই।

অতএব, দয়া করিয়া উক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আকুল আবেদন করিতেছি।

নীলক্ষেত হাই স্কুলের ও
প্রাথমিক বালক বালিকা
বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের পক্ষে,
জনাব গোলজার রহমান
প্রধান সহকারী, এফ রহমান হল
ঢাঃ বিঃ;
সৈয়দ মোঃ ইসমাইল
সহ-সভাপতি, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী
ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা;
শ্রী কেশবচন্দ্র পাল
গ্রন্থাগার সহকারী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার,
জনাব মোঃ আরশাদ আলী,
লিফট অপারেটর, হাজী মোঃ
মোহসীন হল, ঢাঃ বিঃ, ঢাকা।